সমাজ সংস্কারে

নারীর ভূমিকা

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

অনুবাদকের কথা

সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, সমাজ থেকে যাবতীয় অনভিপ্রেত অবস্থার বিলোপ সাধন করে একটি কাঙ্খিত ও সুন্দর সমাজকাঠামো গড়ে তোলাই হল সমাজ সংস্কার। সামাজিক আন্দোলনের বিশেষ রূপ হল সমাজ সংস্কার। Dictionary of Sociology and Related Sciences গ্রন্থে বলা হয়েছে, The general movement or any specific result of the movement, which attempts to eliminate or mitigate the evils that result from the mal-functioning of the social system, or any part of it. 'সমাজ সংস্কার হল সমাজ ব্যবস্থা বা এর অংশ বিশেষের কোন ক্রুটিপূর্ণ ক্রিয়ার প্রতিকার বা মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সাধারণ আন্দোলন বা উক্ত আন্দোলনের ফল'।[১]

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি, সমাজ থেকে শিরক ও বিদ'আত সমূলে উৎখাত করে তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রতিষ্ঠাদানই হল সমাজ সংস্কার।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সমাজ সংস্কারের গুরুদায়িত্ব মুমিন নর-নারীর উপর বর্তায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে এজন্য যে, তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান ১১০)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভাল কাজের আদেশ দিবে ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান ১০৪)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'মুমিন নর ও নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে' *(তওবা ৭১)*।

নিবেদিতপ্রাণ সংস্কারকগণ যুগে যুগে প্রাণ বাজি রেখে ধর্মের নামে ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের জঞ্জালকে দূরীভূত করার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তারা সংখ্যায় কম হলেও সুসংবাদ তাদের জন্যই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইসলাম শুরু হয়েছে অল্পসংখ্যক লোকের মাধ্যমে এবং অতিশীঘ্র সে তার শুরুর অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ হল সেই অল্পসংখ্যক লোকের জন্য'।[২] ঐ স্বপ্লসংখ্যক লোকদের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্য হাদীছে

---

১. Henry Pratt Fairchild (ed.), Dictionary of Sociology and Related Sciences (New Jersy : Adams and Co., 1964), P. 291.
২. মুসলিম, হাদীছ নং ১৪৫, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৫; মিশকাত, হাদীছ নং ১৫৯, 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ‘মানুষ যখন বিপথে যায় (শিরক-বিদ‘আতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে) তখন যারা তাদেরকে সংস্কার-সংশোধন করে’।[৩]

সমাজ সংস্কারের মৌলিক মানদণ্ড হল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ‘এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরা যার মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছে তা ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা শেষ যামানার লোকেরা সংশোধিত হবে না’। নিঃসন্দেহে প্রথম যুগের লোকেরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণের মাধ্যমেই নিজেদেরকে ও সাথে সাথে সমাজকে সংশোধন করেছিলেন। তাই তাদের পদাংক অনুসরণ করে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান অর্জন করত দূরদর্শিতার সাথে তা সমাজে প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে আমাদেরকে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হতে হবে।

সমাজ সংস্কারের এই কণ্টকাকীর্ণ পথে পুরুষের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীর। নারী তার নিজস্ব পরিমণ্ডল তথা নারী সমাজে দাওয়াত ও সংস্কারের কাজ পরিচালনা করবেন। এজন্য তাকে অবশ্যই শারঈ জ্ঞানে পারদর্শী ও সচ্চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তাহলে সমাজ সংস্কারে তিনি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় ‘সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা’ সম্পর্কিত কোন বই অদ্যাবধি আমাদের নজরে পড়েনি। অথচ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেকারণেই আমরা বিশ্ববরেণ্য মুহাক্কিক আলেম শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন রচিত ‘দাওরুল মারআহ ফী ইছলাহিল মুজতামা’ (دور المرأة في إصلاح المجتمع) শীর্ষক গ্রন্থটিকে অনুবাদের জন্য বেছে নেই। এতে সংক্ষেপে সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা ও সেজন্য নারীকে কি কি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মূল বইয়ের দ্বিতীয় অংশে মুসলিম নারী সম্পর্কিত ২০টি প্রশ্নোত্তর সংযোজিত আছে। সেগুলো থেকে আমরা সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা সংশ্লিষ্ট মাত্র দু’টি প্রশ্নোত্তরের অনুবাদ করেছি। সাথে সাথে তৃতীয় প্রশ্নোত্তরটি আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়ায় আমরা তা মাসিক ‘আত-তাহরীক’ থেকে সংকলন করেছি। আশা করি বইটি মা-বোনদেরকে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হতে উদ্বুদ্ধ করবে। পাশাপাশি পুরুষদেরকেও এ বিষয়ে সচেতন করবে। আল্লাহ এই গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদককে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করুন! আমীন!!

---

৩. সিলসিলা ছহীহা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৭, হাদীছ নং ১২৭৩।

লেখক পরিচিতি

সঊদী আরবের খ্যাতিমান আলেম, ফকীহ, মুফতী ও সঊদী সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ সদস্য শায়খ উছায়মীন (রহঃ) আধুনিক মুসলিম বিশ্বের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। Wikipedia-তে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, Uthaymeen is regarded as one of the greatest scholars during the later part of the twentieth century, along with Muhammad Nasir ad-Deen al-albani and Abdul Azeez ibn Abdullah ibn baaz. 'মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী ও আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায-এর সাথে উছায়মীনকেও বিংশ শতকের শেষার্ধের শীর্ষস্থানীয় বিদ্বান হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে'।

আজীবন দরস-তাদরীস ও দাওয়াতী কাজে নিবিষ্টচিত্ত এই খ্যাতিমান আলেম ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৪১৪ হিজরী/ ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ফয়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন।

জন্ম : মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন ১৩৪৭ হিজরীর ২৭শে রামাযান মোতাবেক ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক সঊদী আরবের 'আল-কাছীম' (القـصيم) প্রদেশের 'উনায়যা' (عنيــزة) নগরীতে এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চতুর্থ ঊর্ধ্বতন পুরুষ উছমান 'উছায়মীন' রূপে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে এ শব্দটি উছায়মীনের নামের সাথে যুক্ত হয় এবং তিনি মুসলিম বিশ্বে 'শায়খ উছায়মীন' রূপেই সমধিক পরিচিত হন।[৪]

শৈশব ও শিক্ষা-দীক্ষা : নানা আব্দুর রহমান বিন সুলায়মান আলে দামিগ (রহঃ)-এর কাছে কুরআন মাজীদ পাঠের মাধ্যমে তাঁর ইলমে দ্বীনের হাতেখড়ি হয়। ১৪ বছর বয়সে মাত্র ছয় মাসে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি হাতের লেখা, অংক ও আরবী সাহিত্যের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-মুতাওয়া (রহঃ)-এর কাছে তাওহীদ, ফিকহ ও আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা অর্জনের পর তিনি উনায়যার খ্যাতিমান আলেম, মুফাসসির শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'দীর (মৃঃ ১৩৭৬ হিঃ) দরসে বসেন। সুদীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ তিনি তাঁর কাছে তাফসীর, হাদীছ, সীরাত, তাওহীদ, ফিকহ, উছূলে ফিকহ, ফারায়েয, নাহু প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। তাছাড়া শায়খ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন আওদান (রহঃ)-এর নিকট ফারায়েয ও ফিকহ এবং শায়খ আব্দুর রাযযাক আফীফীর নিকট নাহু ও বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) অধ্যয়ন করেন।[৫]

---

৪. ওয়ালীদ বিন আহমাদ হুসাইন, আল-জামি লিহায়াতিল আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (মদীনা মুনাওয়ারা : ১৪২২হিঃ/২০০২খৃঃ), পৃঃ ১০; www.wikipedia.org।

৫. মাজমূউ ফাতাওয়া ও রাসায়িলু ফাযীলাতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রিয়াদ : দারুছ ছুরাইয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), ১/৯; আল-জামি, পৃঃ ৪৮-৪৯।

উচ্চশিক্ষার্থে রিয়াদ গমন : এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদগ্র বাসনায় ১৩৭২ হিজরীতে তিনি রিয়াদের 'আল-মা'হাদুল ইলমী'তে ভর্তি হন। এখানে তিনি তাফসীর 'আযওয়াউল বায়ান'-এর লেখক শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী (মৃঃ ১৩৯৩ হিঃ), শায়খ আব্দুল আযীয বিন নাছির বিন রশীদ, আব্দুর রহমান আফ্রিকী (মৃঃ ১৩৭৭ হিঃ) প্রমুখের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী, বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হিঃ/১৪মে ১৯৯৯ খৃঃ)-এর কাছে ছহীহ বুখারী, ফিকহ ও ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। শায়খ উছায়মীনের জীবনে শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'দী ও শায়খ বিন বায-এর প্রভাব ছিল অপরিসীম।[৬] পাশাপাশি তিনি রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদ থেকে ১৩৭৭ হিজরীতে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন : ছাত্র জীবনেই তিনি ১৩৭০ হিজরীতে উনায়যার 'আল-জামিউল কাবীর'-এ শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। রিয়াদের 'আল-মা'হাদুল ইলমী' থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি ১৩৭৪ হিজরীতে উনায়যার 'আল-মা'হাদুল ইলমী'তে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৩৯৮-৯৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষ থেকে আমৃত্যু তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আল-কাছীম' শাখার শরী'আহ অনুষদে পাঠদান করেন। তাছাড়া তিনি উনায়যার 'আল-জামি আল-কাবীর' (গ্র্যান্ড মসজিদ)-এ প্রত্যেক দিন দরস প্রদান করতেন।

দাওয়াতী কর্মতৎপরতা : পাঠদান ছিল শায়খের দাওয়াতী কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। হজ্জের মওসুমে বিভিন্ন তাঁবুতে হাজীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান, সঊদী আরবের বিভিন্ন শহরে দাওয়াতী সফর, গ্রন্থ প্রকাশ, টেলিফোনের মাধ্যমে ইউরোপ-আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বক্তব্য পেশ, রামাযান মাস ও গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় মসজিদে নববী ও মসজিদে হারামে দরস প্রদান, বিভিন্ন বিষয়ে ফৎওয়া প্রদান, 'নূরুন আলাদ দারব' শীর্ষক বেতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান, 'আল-কাছীম' এলাকার বিচারক, উনায়যার 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ পরিষদের ' (هيئة الأمر بالمعروف والنهى

---

৬. আব্দুর রহমান বিন ইউসুফ আর-রহমাহ, আল-ইনজায ফী তারজামাতিল ইমাম আব্দুল আযীয বিন বায (রিয়াদ : দারু ইবনিল জাওযী, ১৪২৮ হিঃ), পৃঃ ৯৫; আল-জামি, পৃঃ ৪৮; মাজমূউ ফাতাওয়া ও রাসাইল ১/১০; www.ibnothaimeen.com।

(عن المنكـــر) সদস্য ও খতীবদের সাথে এবং বুরায়দা অঞ্চলের দাঈদের সাথে ইলমী আলোচনা প্রভৃতিভাবে তিনি দাওয়াতী কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন।[৭]

বিভিন্ন পরিষদের সদস্য : শিক্ষাদান ও দাওয়াতী কাজের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও তিনি ১৪০৭ হিজরী থেকে আমৃত্যু সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ (هيئـــة كبــار العلمـــاء) সদস্য, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদ সদস্য, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কাছীম শাখার শরী'আহ অনুষদের সদস্য সহ বিভিন্ন পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

শায়খের মাযহাব : শায়খ উছায়মীন (রহঃ) মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে ফকীহ ও মুহাদ্দিছগণের নীতির সমন্বিত রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন না; বরং দলীলের আলোকে যে মতটি প্রাধান্যযোগ্য মনে করেছেন সেটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। হাম্বলী মাযহাবের 'যাদুল মুসতাকনি' গ্রন্থের ভাষ্য 'আশ-শারহুল মুমতি'-এর শুধু 'পবিত্রতা' অধ্যায়ে ৮৯টি মাসআলায় হাম্বলী মাযহাবের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। উক্ত গ্রন্থের শুধু ৮ম খণ্ড পর্যন্ত মোট ৯৫০টি মাসআলায় তিনি হাম্বলী মাযহাবের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলতেন, شيخ الإسلام ابن تيميـــة محبوب إلينا، لكن الحق أحـــب إلينـــا منـــه. 'শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া আমাদের প্রিয়পাত্র। কিন্তু হক তাঁর চেয়ে আমাদের নিকট আরো বেশি প্রিয়'।[৮৫]

রচনাবলী : শায়খ উছায়মীন রচিত গ্রন্থ সংখ্যা শতাধিক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- মাজমূউ ফাতাওয়া ও রাসাইল (৪২ খণ্ড), আশ-শারহুল মুমতি (১৬ খণ্ড), আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ (৩ খণ্ড), শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন (৭ খণ্ড), শারহুল আকীদা আল-ওয়াসিতিয়্যাহ (২ খণ্ড), মাজালিসু শাহরি রামাযান, আল-মানহাজ লিমুরীদিল ওমরা ওয়াল হজ্জ প্রভৃতি।

মৃত্যু : বিশ্ববরেণ্য এই আলেমে দ্বীন ১৪২১ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল মোতাবেক ২০০১ সালের ১০ই জানুয়ারী রোজ বুধবার মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে ৭৪ বছর বয়সে জেদ্দা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। পরদিন মসজিদে হারামে ছালাতে জানাযা শেষে তাঁকে মক্কার 'আল-আদল' কবরস্থানে স্বীয় শিক্ষক শায়খ বিন বাযের পাশে দাফন করা হয়।[৯]

---

৭. আল-জামি, পৃঃ ১১৩-২২, ১৪২-৪৬।
৮. ঐ, পৃঃ ৭৬, ১০৩-১০৪।
৯. আল-জামি, পৃঃ ১৭৯; www.ibnothaimeen.com।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা (المقدمة)

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّه، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِـــنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ، فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ، فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى بِالْهُدَى، وَدِيْنِ الْحَقِّ، فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، وَنَصَحَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، فَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَـــى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ.

‘সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা’ (دور المرأة في إصلاح المجتمع) শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য ১৪১২ হিজরীর ২৩শে রবীউছ ছানী মঙ্গলবার জেদ্দার মহিলা কলেজে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। অতঃপর মহান আল্লাহ্র সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তাঁর নিকট সঠিকতার তৌফীক কামনা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

নিশ্চয়ই সমাজ সংস্কারে নারীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ দু’ভাবে সমাজ সংস্কার হয়ে থাকে।

প্রথম প্রকার : বাহ্যিক সংস্কার (النوع الأول : الإصلاح الظاهر)

বাজার, মসজিদ ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থান সমূহে এ ধরনের সংস্কার হয়ে থাকে। এতে পুরুষের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। কারণ তারাই জনসম্মুখে আসে।

দ্বিতীয় প্রকার : অভ্যন্তরীণ সংস্কার (النوع الثاني : فهو إصلاح المجتمع فيما وراء الجدر)

বাড়ির অধিকাংশ দায়িত্ব নারীর প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছে বিধায় এ ধরনের সংস্কার গৃহাভ্যন্তরে হয়ে থাকে। কারণ নারীই গৃহকর্ত্রী। যেমন আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْراً. ‘আর তোমরা স্বগৃহে

অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে' (*আহযাব ৩৩*)।

সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকার গুরুত্ব (أهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع)

দু'টি কারণে সমাজের অর্ধাংশ বা তার বেশি সংস্কার নারীর সাথে সম্পৃক্ত- একথা বললে অত্যুক্তি হবে না বলে আমাদের ধারণা।

প্রথম কারণ : সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও নারীদের সংখ্যা পুরুষদের মতোই; বরং তারাই বনী আদমের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ আদম সন্তানের অধিকাংশই নারী থেকে এসেছে। হাদীছ এ বিষয়টাকে প্রমাণ করেছে। তবে দেশ ও কাল ভেদে এতে কমবেশি হয়ে থাকে। কোন দেশে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি হয়। আবার কোন দেশে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কোন যুগে নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি হতে পারে। আবার অন্য যুগে এর বিপরীতটাও হতে পারে। যাহোক, সমাজ সংস্কারে নারীর বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে, যা সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকার গুরুত্ব প্রতিভাত করবে।

দ্বিতীয় কারণ : মাতৃক্রোড়েই সন্তানরা প্রথম লালিত-পালিত হয়। এর দ্বারা সমাজ সংস্কারে নারীর কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব ফুটে ওঠে।

সমাজে নারীকে সংশোধনের উপাদানসমূহ (مقومات إصلاح المرأة في المجتمع)

সমাজ সংস্কারে নারীর গুরুত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তার কিছু যোগ্যতা বা উপাদান থাকতে হবে। যাতে সে সংস্কারের দায়িত্ব পালন করতে পারে। নিম্নে এ ধরনের কিছু উপাদান উল্লেখ করা হল।

প্রথম উপাদান : পুণ্যবতী হওয়া (المقوم الأول : صلاح المرأة)

নারীকে নিজে পুণ্যবতী হতে হবে। যাতে সে নারী সমাজে উত্তম আদর্শ বা মডেল হতে হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কিভাবে নারী পুণ্যবতী হবে?

প্রত্যেক নারীর জানা উচিত যে, জ্ঞানার্জন ব্যতীত সে কখনো পুণ্যবতী হতে পারবে না। জ্ঞান বলতে আমি শারঈ জ্ঞানকে (العلم الشرعي) বুঝাচ্ছি। যা সে সম্ভব হলে

বইপত্র পড়ে অথবা আলেমদের মুখ থেকে অর্জন করবে। চাই সে আলেমগণ পুরুষ হোক বা নারী।

বর্তমান যুগে আলেমদের মুখ থেকে নারীর জ্ঞানার্জন করা অনেক সহজ। আর এটা সম্ভব ক্যাসেটের মাধ্যমে। কারণ সমাজকে কল্যাণ ও সততার প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদানে এই ক্যাসেটগুলোর একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। যদি সেগুলোকে এজন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে। মোটকথা, সততা অর্জনের জন্য নারীর জ্ঞানার্জন আবশ্যক। কারণ জ্ঞান ব্যতীত কোন সততা অর্জিত হয় না। আলেমদের মুখ থেকে অথবা বইপত্র পড়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়।

দ্বিতীয় উপাদান : বাগ্মিতা ও বিশুদ্ধভাষিতা (المقوم الثاني : البيان والفصاحة)

আল্লাহ যেন নারীকে বক্তৃতা প্রদানের যোগ্যতা ও বিশুদ্ধভাষিতা দান করেন। যাতে সে সাবলীল বাচনভঙ্গির অধিকারী হয়ে তার মনের কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে পারে। তার মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয় তা হয়তো অনেক মানুষের মধ্যেই হ'তে পারে। কিন্তু সে তা ব্যক্ত করতে অক্ষম অথবা কখনো অস্পষ্ট ও অশুদ্ধ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে। আর তখন মানুষকে সংশোধনের যে আকাঙ্খা বক্তার মনের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, সেই লক্ষ্য অর্জিত হয় না।

এর উপর ভিত্তি করে আমাদের জিজ্ঞাসা, কিভাবে সুস্পষ্ট বাক্য প্রয়োগ করে বিশুদ্ধ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব?

এর জবাবে আমরা বলব, এ যোগ্যতা অর্জনের উপায় হল নারীর 'নাহু' (পদ ও বাক্য-বিন্যাস শাস্ত্র), 'ছরফ' (শব্দ প্রকরণ শাস্ত্র) ও অলংকার শাস্ত্রের (البلاغة) কিছুটা জ্ঞান থাকতে হবে।[১০] আর এজন্য নারীকে অল্প হলেও এ বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হবে। যাতে সে তার মনের কথা সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারে এবং নারী সমাজকে তার বক্তব্যের মর্ম বুঝাতে সক্ষম হয়।

তৃতীয় উপাদান : প্রজ্ঞা (المقوم الثالث : الحكمة)

দাওয়াত প্রদান এবং শ্রোতার নিকট ইলম পৌঁছিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে নারীকে 'হিকমত' বা প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। বিদ্বানদের মতে, কোন বস্তুকে তার যথাযথ স্থানে রাখাই হল হিকমত (الحكمة هي وضع الشيء في موضعه)। বান্দাকে হিকমত প্রদান

---

১০. বাংলা ভাষায় দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে নারীকে শুদ্ধ-সাবলীল বাচনভঙ্গির অধিকারী হতে হবে-অনুবাদক।

করা আল্লাহ্র অন্যতম নেয়ামত। মহান আল্লাহ বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا. 'তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' (*বাকারাহ ২৬৯*)।

হিকমত না থাকার কারণেই অনেক সময় ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত হয় না এবং ক্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হল সম্বোধিত ব্যক্তিকে তার মর্যাদা অনুযায়ী সম্বোধন করা। যদি সে মূর্খ (جاهل) হয়, তাহলে তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করতে হবে। আর যদি সে আলেম হয় কিন্তু তার মধ্যে অলসতা, শিথিলতা ও গাফিলতি থাকে, তাহলে তার অবস্থা অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি সে অহংকারী ও হক প্রত্যাখ্যানকারী আলেম হয়, তাহলে তার সাথেও সেরূপ আচরণ করতে হবে যা তার অবস্থার সাথে মানানসই হয়।

মোটকথা, তিন প্রকারের মানুষ রয়েছে। ১. মূর্খ (جاهل) ২. অলস আলেম (عالم متكاسل) ও ৩. হঠকারী আলেম (عالم معاند)। এদের সবাইকে এক নিক্তিতে পরিমাপ করা যাবে না; বরং প্রত্যেকের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়েমেনে প্রেরণকালে বলেছিলেন, إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ. 'তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ'।[১১] তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য মু'আয (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একথা বলেছিলেন। যাতে তাদের অবস্থা অনুযায়ী তিনি প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং তদনুযায়ী তাদেরকে সম্বোধন করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক দাওয়াতে হিকমত অবলম্বনের কতিপয় দৃষ্টান্ত

(أمثلة على استعمال الحكمة في دعوته صلى الله عليه وسلم)

আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিকমত অবলম্বনকারী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যা আল্লাহ্র পথে দাওয়াতে হিকমত অবলম্বনের প্রমাণ বহন করে। আমরা এর কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করছি :

---

১১. বুখারী, হাদীছ নং ১৪৫৮, 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাকাতের ক্ষেত্রে মানুষের উত্তম মাল নেয়া হবে না' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং ১৯, 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য এবং ইসলামের বিধানের দিকে আহ্বান' অনুচ্ছেদ।

প্রথম দৃষ্টান্ত : বেদুঈনের মসজিদে পেশাব করার ঘটনা

(المثال الأول : الأعرابي الذي بال في المسجد) :

ইমাম বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, একজন বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করে এক পাশে গিয়ে পেশাব করা শুরু করল। এতে ছাহাবীগণ সোৎসুকচিত্তে চিৎকার দিয়ে তাকে নিষেধ করলেন। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ)-যাঁকে আল্লাহ তাঁর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত প্রদান করেছিলেন, তাদেরকে ধমক দিলেন এবং চিৎকার দিতে নিষেধ করে বললেন, لاَ تُزْرِمُوْهُ 'তোমরা ওকে পেশাব করতে বাধা দিয়ো না'। বেদুঈন পেশাব করা শেষ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর ঐ বেদুঈনকে ডেকে বললেন, إِنَّ هَذِه الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. 'এই মসজিদ সমূহে পেশাব করা ও একে নাপাক করা সঙ্গত নয়। এগুলো তো শুধু আল্লাহ্‌র যিকর, ছালাত আদায় ও কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য'।[১২]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ঐ বেদুঈন বলেছিল, اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ও মুহাম্মাদের উপর দয়া কর এবং আমাদের সাথে আর কারো প্রতি দয়া কর না'।[১৩]

আমরা এই ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো লাভ করতে পারি :

প্রথম শিক্ষা : ছাহাবীগণকে আবেগ পেয়ে বসেছিল এবং ঐ বেদুঈনকে তাঁরা চিৎকার দিয়ে নিষেধ করেছিলেন। এথেকে এ শিক্ষা লাভ করা যায় যে, গর্হিত কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা জায়েয নয়; বরং গর্হিত কাজ সম্পাদনকারীকে দ্রুত বাধা প্রদান করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন যদি বেশি ক্ষতিকারক কোন জিনিসের দিকে ধাবিত করে, তাহলে এই বড় বিপদ দূর না হওয়া পর্যন্ত ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেদুঈনকে চিৎকার করে পেশাব করতে নিষেধ করার ব্যাপারে ছাহাবীগণকে নিষেধ করেছিলেন। এমনকি তাঁদেরকে ধমক পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

---

১২. বুখারী, হাদীছ নং ২১৯, 'ওযূ' অধ্যায়, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও লোকদের কর্তৃক মসজিদে পেশাব শেষ না করা পর্যন্ত বেদুঈনকে অবকাশ দেয়া' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং ২৮৫, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মসজিদে পেশাব এবং অন্যান্য নাপাকী পড়লে তা ধুয়ে ফেলা যরূরী' অনুচ্ছেদ।

১৩. বুখারী, হাদীছ নং ৬০১০, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া করা' অনুচ্ছেদ; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৭২৫৪, ২/২৩৯।

দ্বিতীয় শিক্ষা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি গর্হিত কাজের স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন তার চেয়ে বেশি খারাপ আরেকটা বিষয়কে রোধ করার জন্য। তিনি যে গর্হিত কাজের স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন তা হল- এই বেদুঈনের পেশাব করা অব্যাহত রাখা। আর এ স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তিনি যে গর্হিত কাজটাকে রোধ করেছিলেন তা হল- এই বেদুঈন যদি পেশাব শেষ না করেই দাঁড়িয়ে যেত তাহলে নিম্নের দু'টো অবস্থার যেকোন একটি ঘটত :

১. তার কাপড় যাতে পেশাব দ্বারা নাপাক না হয়ে যায় সেজন্য সে লজ্জাস্থান অনাবৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে যেত। আর তখন মসজিদের বৃহদংশ অপবিত্র হয়ে যেত এবং লোকটি লজ্জাস্থান অনাবৃত অবস্থায় মানুষের সামনে আত্মপ্রকাশ করত। এ দু'টিই গর্হিত কাজ।

২. যদি এই বেদুঈন নগ্ন অবস্থায় নাও দাঁড়াত, তবুও সে তার লজ্জাস্থান ঢাকত। কিন্তু পেশাব লাগার কারণে তার কাপড় অপবিত্র হয়ে যেত। এ দু'টি অনিষ্টের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে পেশাব শেষ করার অবকাশ দিয়েছিলেন। যদিও শুরুতেই পেশাব দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হয়ে গিয়েছিল, তথাপি সে যদি দাঁড়িয়েও যেত তাহলেও এই অনিষ্ট দূর হত না।

এই ঘটনা বা এই পয়েন্ট থেকে আমরা একটা শিক্ষা অর্জন করতে পারি যে, যদি কোন গর্হিত কাজকে তার চেয়ে বেশি গর্হিত কোন কাজ দ্বারা ছাড়া প্রতিরোধ না করা যায়, তাহলে ছোট অনিষ্টের মাধ্যমে বড় অনিষ্টকে প্রতিরোধ করার জন্য তাথেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কুরআন মাজীদে এর সূত্র নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِن دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ 'আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে' *(আন'আম ১০৮)*।

আমাদের সবাই জানে, মুশরিকদের উপাস্যদেরকে গালি দেয়া আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় বিষয় হওয়ার কথা। কিন্তু ঐ সকল উপাস্যকে গালি দেয়া গালির অযোগ্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে গালি দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে বিধায় তিনি তাদের উপাস্যদেরকে গালি দেয়া থেকে আমাদেরকে নিষেধ করে বলেছেন, 'আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে' *(আন'আম ১০৮)*।

তৃতীয় শিক্ষা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেদুঈনের পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে এ শিক্ষা নিহিত রয়েছে যে, দ্রুত অপবিত্রতা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উত্তম। কারণ এ কাজে দেরি করার নানান বিপদ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে মানুষের ছালাত আদায় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়া পর্যন্ত মসজিদের অপবিত্র স্থানটি পবিত্র করা বিলম্বিত করতে পারতেন। কিন্তু উত্তম হল, মানুষ দ্রুত অপবিত্রতা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যাতে পরবর্তীতে অপারগতা প্রকাশ না পায় বা ভ্রমে নিপতিত না হয়। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে, ভবিষ্যতে অপবিত্রতা দূর করার ব্যাপারে অপারগ হওয়া বা ভুলে যাওয়ার আশংকায় মানুষ দ্রুত তা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যেমন- যদি কাপড়ে-চাই সে কাপড় ছালাত আদায়ের জন্য হোক বা না হোক, কোন নাপাকী লেগে যায় তাহলে দেরি না করে দ্রুত সেই নাপাকী ধৌত করা উত্তম। কারণ হয়তো ভবিষ্যতে সে ভুলে যেতে পারে অথবা পানি না পাওয়া বা অন্য কোন কারণে তা দূর করতে অপারগ হতে পারে। এজন্য একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে একটা শিশুকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে তাঁর কোলে বসান। অতঃপর শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানি নিয়ে আসার জন্য বললেন। অতঃপর ছালাতের সময় পর্যন্ত কাপড় ধোয়া বিলম্বিত না করে তৎক্ষণাৎ পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিলেন।[১৪]

চতুর্থ শিক্ষা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেদুঈনকে মসজিদ সমূহের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করলেন এবং বললেন যে, এগুলো শুধু ছালাত আদায়, কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহ্‌র যিকর করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। তাই 'একে নাপাক করা সঙ্গত নয়'।

মসজিদের মর্যাদা হল তাকে সম্মান করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিমূলক যে সকল কাজের জন্য উহাকে নির্মাণ করা হয়েছে যেমন ছালাত আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, আল্লাহ্‌র যিকর প্রভৃতি, সেগুলো ব্যতীত সেখানে অন্য কোন কাজ না করা।

পঞ্চম শিক্ষা : মানুষ যদি কাউকে হিকমত, নম্রতা ও কোমলতার সাথে (আল্লাহ্‌র পথে) ডাকে, তাহলে কঠোরতার সাথে ডাকলে যে ফল পাওয়া যেত, তার চেয়ে ঢের বেশি কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিক্ষা দ্বারা ঐ বেদুঈন পুরোপুরি বশীভূত হয়েছিল। এমনকি সে এই বিখ্যাত উক্তি করেছিল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ও মুহাম্মাদের ওপর দয়া কর এবং আমাদের সাথে অন্য কারো প্রতি দয়া কর না'।[১৫]

আপনি জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই ব্যক্তির সাথে নম্র ও কোমল আচরণ করেছিলেন। কারণ সে নিঃসন্দেহে মূর্খ ছিল। কেননা মসজিদের পবিত্রতা

---

১৪. বুখারী, হাদীছ নং ২২৩, 'ওযূ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৯; মুসলিম, হাদীছ নং ২৮৬, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩১।

১৫. বুখারী, হাদীছ নং ৬০১০, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া করা' অনুচ্ছেদ।

রক্ষা ও উহাকে সম্মান করার আবশ্যকতা সম্পর্কে অবগত কোন ব্যক্তি মসজিদের এক পাশে গিয়ে মানুষের সামনে পেশাব করার জন্য দাঁড়াতে পারে না।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত : যেই ছাহাবী রামাযান মাসে দিনের বেলায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছিল তার ঘটনা (مثال آخر : الصحابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان) :

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكْتُ ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি’। রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا أَهْلَكَكَ ‘তোমাকে কোন বিষয় ধ্বংসে নিমজ্জিত করল’? লোকটি বলল, وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ، وَأَنَا صَائِمٌ ‘আমি ছায়েম (রোযাদার) অবস্থায় রামাযান মাসে আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি’। রামাযান মাসে ছায়েম অবস্থায় কোন মানুষের তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা মহাপাপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ব্যক্তির সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাকে ধমক দিয়েছিলেন? তিনি কি তার সমালোচনা করেছিলেন? তিনি কি তাকে তিরস্কার করেছিলেন? না, তিনি তা করেননি। কারণ লোকটি তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসেছিল; বিমুখ ও বেপরোয়া হয়ে নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে তার কৃতকর্মের কাফফারা স্বরূপ আযাদ করার জন্য কোন দাস পাবে কি? সে বলল, না। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি একাধারে দু’মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন, তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। অতঃপর লোকটি বসে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু খেজুর নিয়ে এসে তাকে বললেন, خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ‘এগুলো নিয়ে (কাফফারা স্বরূপ) ছাদাকা করে দাও’। লোকটি বলল, أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ. ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার চাইতেও বেশি অভাবগ্রস্তকে ছাদাকা করব? আল্লাহ্‌র কসম! মদীনার উভয় ‘লাবা’ (প্রান্তের) মধ্যে আমার পরিবার-পরিজনের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই’। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তার মাড়ির দাঁত দেখা গেল। এরপর তিনি বললেন, أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ. ‘এগুলো তোমার পরিবারের লোকজনকে খাওয়াও’।[১৬]

১৬. বুখারী, হাদীছ নং ১৯৩৬, ‘ছওম’ অধ্যায়, ‘যদি কেউ রামাযানে স্ত্রী সংগম করে এবং তার নিকট কিছু না থাকে এবং তাকে ছাদাকা দেওয়া হয়, তাহলে সে যেন তা কাফফরা স্বরূপ দিয়ে দেয়’

এই ঘটনায় বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হল- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই ব্যক্তির সাথে কঠোরতা অবলম্বন করেননি, তাকে ধমক দেননি এবং তিরস্কারও করেননি। কারণ সে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর নিকট এসেছিল। হঠকারী ও সমঝোতাকারী- যে আমাদের সাহায্যপ্রার্থী হয় এবং সে যে বিপদে পড়েছে তাথেকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের কাছে নিবেদন করে, তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সাথে এরূপ আচরণ করেছিলেন। এমনকি তিনি তাকে তার স্ত্রীর কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আর তার সাথে ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত গনীমত খেজুর। যদি সে দরিদ্র না হত তাহলে যা ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো তার ওপর ফরয ছিল।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত : ছালাতের মধ্যে যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়েছিল তার ঘটনা

(المثال الثالث : الرجل الذي عطس في الصلاة) :

মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলল, اَلْحَمْدُ لِلّٰه *আল-হামদুলিল্লাহ* 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য'। তখন মু'আবিয়া তার জবাবে বলল, يَرْحَمُـــكَ اللهُ *ইয়ারহামুকাল্লাহ* 'আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন'। ছালাত অবস্থায় তার এরূপ কথা বলাকে খারাপ জ্ঞান করে লোকজন তার দিকে আড়চোখে দেখতে লাগল। তখন তিনি বললেন,

وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ! مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُوْنَ إِلَيَّ. فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِيْ لَكِنِّيْ سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِيْ هُوَ وَأُمِّيْ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِيْ وَلاَ ضَرَبَنِيْ وَلاَ شَتَمَنِيْ.

'আমার মায়ের পুত্র বিয়োগ হোক! তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ? তখন তারা তাদের উরুর উপর হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষ করলেন, তাঁর জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক।

অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং ১১১১, 'ছওম' অধ্যায়, 'রামাযানে দিনে ছায়েমের উপর স্ত্রী সহবাস করা কঠোর হারাম' অনুচ্ছেদ।

আমি তাঁর মতো এতো সুন্দর করে শিক্ষা দিতে পূর্বেও কাউকে দেখিনি, পরেও কাউকে দেখিনি। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে ধমক দিলেন না, মারলেন না, গালিও দিলেন না। বরং বললেন, إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. 'ছালাতে কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। বরং তা হচ্ছে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্য'।[১৭]

চতুর্থ দৃষ্টান্ত : যে ব্যক্তি স্বর্ণের আংটি পরিধান করেছিল তার ঘটনা

(المثال الرابع : الرجل الذي لبس خاتما من ذهب) :

এটা ঐ ব্যক্তির ঘটনা যার আঙ্গুলে স্বর্ণের আংটি ছিল। অথচ নবী করীম (ছাঃ) এই উম্মতের পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি পরা হারাম ঘোষণা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنْ نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ. 'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আগুনের টুকরা সংগ্রহ করে তার হাতে রাখে'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই আংটিটি খুলে ফেলে তা নিক্ষেপ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চলে যাবার পর লোকটিকে বলা হল, خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. 'তোমার আংটিটি তুলে নিয়ে এর দ্বারা উপকৃত হও'। তখন সে বলল, لاَ. وَاللهِ! لاَ آخُذُهُ أَبَدًا. وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 'না, আল্লাহ্র কসম! রাসূল (ছাঃ) যে আংটি খুলে ফেলে দিয়েছেন, তা আমি কখনো নেব না'।[১৮]

এই ব্যক্তির সাথে কিছুটা কঠোর আচরণ করা হয়েছে। কারণ এই উম্মতের পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার হারাম হওয়ার সংবাদটি তার কাছে পৌঁছেছিল। এজন্যই পূর্বে আমরা যাদের ঘটনা উল্লেখ করেছি তাদের চেয়ে এই ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরণ ছিল বেশি কঠোর। সুতরাং বুঝা গেল যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মানুষের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা দাঈর জন্য আবশ্যক। কারণ কেউ রয়েছে গণ্ডমূর্খ, কেউ অলস আলেম, আবার কেউ হঠকারী ও অহংকারী আলেম। এদের প্রত্যেকের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করতে হবে।

---

১৭. মুসলিম, হাদীছ নং ৫৩৭, 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অধ্যায়, 'ছালাতে কথা বলা নিষেধ' অনুচ্ছেদ।
১৮. মুসলিম, হাদীছ নং ২০৯০, 'পোশাক' অধ্যায়, 'স্বর্ণের আংটি খুলে ফেলা' অনুচ্ছেদ।

চতুর্থ উপাদান : সন্তানদের সুন্দরভাবে লালন-পালন করা

(المقوم الرابع : حسن التربية)

মায়েরা তাদের সন্তানদের উত্তম প্রতিপালনকারী হবেন। কারণ তাদের সন্তানরাই ভবিষ্যতের নারী-পুরুষ। তারা লালিত-পালিত হওয়ার সময় প্রথমে তাদের মায়ের মুখোমুখি হয়। কাজেই মা যদি চরিত্রবতী, ইবাদতগুযার ও সদ্ব্যবহারকারী হন এবং সন্তানরা যদি এমন মায়ের কাছে লালিত-পালিত হয়, তাহলে সমাজ সংস্কারে সেই সন্তানদের দারুণ প্রভাব থাকবে। সুতরাং সন্তানওয়ালা মায়েদের তাদের সন্তানদের প্রতি যত্নবান হওয়া, তাদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা এবং তাদেরকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হলে তাদের বাবা অথবা বাবার অবর্তমানে তাদের অভিভাবক ভাই, চাচা, ভাতিজা প্রমুখের সহযোগিতা নেয়া উচিত।

বাস্তবতার কাছে নারীর নতিস্বীকার করা এবং একথা বলা অনুচিত যে, মানুষ এভাবে চলছে। কাজেই আমি এটা পরিবর্তন করতে পারব না। কারণ আমরা যদি এভাবে বাস্তবতার কাছে নতিস্বীকার করে ক্ষান্ত থাকি, তাহলে সংস্কার সাধন হবে না। যেহেতু খারাপ জিনিসকে পরিবর্তন করে ভাল করা এবং ভাল জিনিসকে পরিবর্তন করে আরো বেশি ভাল করাই হল প্রকৃত সংস্কার। যতক্ষণ না সব ঠিকঠাক হয়ে যায়।

বাস্তবতার কাছে নতিস্বীকার করার বিধান ইসলামী শরী'আতে নেই। এজন্য যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মুশরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরণ করা হল, যারা মূর্তিপূজা করত, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করত, মানুষের উপর অত্যাচার করত ও অন্যায়ভাবে সীমালংঘন করত, তখন তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। বরং আল্লাহ তাকে বাস্তবতার কাছে নতিস্বীকার করার অনুমতি না দিয়ে বলেন, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ. 'তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর' *(হিজর ৯৪)*।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হক প্রচার করা, মূর্খদের থেকে বিমুখ থাকা এবং তাদের মূর্খতা ও সীমালংঘনকে ভুলে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যতক্ষণ না তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই হয়েছিল। হ্যাঁ, হয়তো কেউ বলতে পারেন, হিকমতের দাবী হল তাড়াহুড়া না করে (ধীরে ধীরে) সমাজ পরিবর্তন করা। কারণ আমরা যা সংস্কার করতে চাই সমাজ তার উল্টো পথে চলছে। এরূপ পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে যে জিনিসটা সংস্কার করা বেশি প্রয়োজন ও যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা, তারপর যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা সংস্কার করবে। এভাবে ধীরে ধীরে তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

পঞ্চম উপাদান : দাওয়াতী তৎপরতা (المقوم الخامس : النشاط في الدعوة)

নারীদের তাদের বোনদেরকে সংশোধন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকা উচিত। স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চতর ও শিক্ষার অন্যান্য স্তরে তাদের মিলিত হওয়ার সময় এটা হতে পারে। অনুরূপভাবে (অন্য সময়ে) মহিলাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের সময় কল্যাণকর আলাপ-আলোচনা হতে পারে।

আমরা অবগত হয়েছি যে, এ ব্যাপারে কতিপয় মহিলার দারুণ ভূমিকা রয়েছে। তারা তাদের বোনদের জন্য শারঈ ও আরবী ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের আসরের আয়োজন করে। নিঃসন্দেহে এটা নারীদের একটা ভাল ও প্রশংসনীয় কাজ। মৃত্যুর পরেও এর ছওয়াব তাদের জন্য অব্যাহত থাকবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَـــاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ : إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِـــهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَـــدْعُوْ لَـــهُ. 'মানুষ যখন মারা যায় তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। ১. ছাদাকায়ে জারিয়া ২. উপকারী জ্ঞান এবং ৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'।[১৯]

পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ অথবা স্কুল, মাদরাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিলিত হওয়ার সময় নারী যখন তার সমাজে দাওয়াতী কাজে তৎপর হবে, তখন সমাজ সংস্কারে তার বিরাট প্রভাব ও ভূমিকা থাকবে।

সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা এবং যেসব যোগ্যতার মাধ্যমে এ সংস্কার হতে পারে সে সম্পর্কে এ মুহূর্তে আমার এতটুকুই মনে আসছে।

আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে হেদায়াতকারী, হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং সৎ ও সংস্কারক করেন। তিনি যেন আমাদেরকে তার রহমতের বারিধারায় সিক্ত করেন। তিনিই তো মহান দাতা।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

---

১৯. মুসলিম, হাদীছ নং ১৬৩১, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'মানুষের মৃত্যুর পর তার নিকট যেসব ছওয়াব পৌঁছে' অনুচ্ছেদ।

সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

(أسئلة متعلقة بدور المرأة في إصلاح المجتمع)

প্রশ্ন-১ : মহিলাদের উপর দাওয়াত দেয়া কি ওয়াজিব? তারা কোন পরিসরে দাওয়াত দিবে?

উত্তর : আমাদের একটি নিয়ম জানা উচিত। আর তা হল- পুরুষদের জন্য যে বিধান প্রযোজ্য, নারীদের জন্যও সে বিধান প্রযোজ্য। যদি এর বিপরীত দলীল পাওয়া যায় তবে ভিন্ন কথা।

পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের উদাহরণ হল- আয়েশা (রাঃ) বলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মহিলাদের উপর কি জিহাদ ফরয'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,..نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ 'হ্যাঁ, তাদের জন্য এমন জিহাদ ফরয, যাতে কোন লড়াই নেই। আর তা হল হজ্জ ও ওমরা'।[২০] এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব, মহিলাদের জন্য নয়। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. 'পুরুষদের সবচেয়ে উত্তম কাতার হল প্রথম কাতার, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হল শেষ কাতার। আর মহিলাদের সবচেয়ে উত্তম কাতার হল শেষ কাতার, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার'।[২১]

মোটকথা মূলনীতি হল, আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে পুরুষদের জন্য যা প্রযোজ্য, নারীদের জন্যও তাই প্রযোজ্য। আর নারীদের জন্য যা প্রযোজ্য, তা পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। এজন্য কেউ যদি কোন পুরুষকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়, তাহলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করতে হবে। অথচ এ সম্পর্কিত আয়াতে সতী-সাধ্বী অবলা নারীদের কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً. 'যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ

---

২০. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৫৩৬১, ৬/১৬৫; ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং-২৯০১, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'মহিলাদের জিহাদ হল হজ্জ' অনুচ্ছেদ; সুনানে দারাকুতনী ২/২৮৪, হাদীছটি ছহীহ।

২১. মুসলিম, হাদীছ নং ৪৪০, 'ছালাত' অধ্যায়, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ।

আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে' *(নূর ৪)*।

অতঃপর আমরা আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, নাকি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য- সে বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। কুরআন মাজীদ ও ছহীহ্ হাদীছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এটি উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। তবে নারী ও পুরুষের দাওয়াতের ক্ষেত্র এক নয়। মহিলারা নারী সমাজে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিবে; পুরুষ সমাজে নয়। যে পরিবেশ ও পরিসরে দাওয়াত দেয়া নারীর পক্ষে সম্ভব, সেখানে সে দাওয়াত দিবে। আর তা হল নারী সমাজ- মাদরাসায় হোক বা মসজিদে হোক।

প্রশ্ন-২ : নারীরা তাদের বোনদেরকে কিভাবে এই দ্বীন আঁকড়ে ধরার দাওয়াত দিবে? কারো বাড়িতে বা মসজিদে একত্রিত হওয়া কি তাদের জন্য উত্তম?

উত্তর : আমার মতে, পুরুষদের মতো নারীদেরও আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেয়া সম্ভব। তবে পুরুষদের মতো নারীদের বাইরে বের হওয়া সহজ না হওয়ায় সব দিক থেকে তারা পুরুষদের সমান বিবেচিত হবে না। হ্যাঁ, এই কলেজগুলো, যেখানে অসংখ্য নারী রয়েছে, সেগুলো নারীদের মধ্যে দাওয়াতের একটা ক্ষেত্র হতে পারে।

পক্ষান্তরে জ্ঞানার্জনের জন্য মেয়েদের কোন বাড়িতে একত্রিত হওয়ার বিষয়ে আমি দ্বিধান্বিত। কারণ আমি যদি এর উপকারিতা ও অপকারিতার মধ্যে তুলনা করি তাহলে বলব যে, নারীর জন্য নিজের বাড়িতে অবস্থান করা এবং সাধ্যানুযায়ী জ্ঞানার্জন করা ও বইপত্র পড়াই উত্তম। তবে হ্যাঁ, যদি এসব মহিলা পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর বাড়িতে একত্রিত হয় তাহলে এটা অনেকটাই শিথিলযোগ্য। পক্ষান্তরে কোন মহিলা কারো বাড়িতে সমাবেশ করার জন্য গাড়িতে চড়বে বা দূরে কোথাও যাবে, এ ব্যাপারে আমি দ্বিধান্বিত। এর অনুমতির ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌র নিকট ইস্তেখারা করছি।

প্রশ্ন-৩ : মহিলারা দ্বীনের কাজে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে কি?

উত্তর : সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ বিবেচনায় এবং স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে ইসলামী পর্দা সহকারে মহিলাগণ দ্বীনের কাজে বাড়ির বাইরে যেতে পারেন। আল্লাহ স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, 'আপনি বলুন, এটাই আমার পথ। আহ্বান করি আল্লাহ্‌র দিকে আমি এবং আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। 'অনুসারীগণ' বলতে এখানে মুসলিম নারী ও পুরুষ সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

আয়েশা (রাঃ) হাদীছ শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলের ছাহাবীগণের নিকট কোন হাদীছ দুর্বোধ্য মনে হ'লে আমরা সে বিষয়ে আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতাম এবং তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান হাছিল করতাম' *(তিরমিযী, হা/৩৮৮৩ মিশকাত, হা/৬১৮৫, সনদ ছহীহ)*। তিনি ২২১০টি হাদীছ বর্ণনা করেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে মুসলিম মহিলাগণ ৫ম হিজরীতে পর্দা ফরয হওয়ার আগে ও পরে পর্দার সঙ্গে দ্বীনের কাজে ও দুনিয়ার কাজে বাড়ির বাইরে যেতেন। তারা যেমন মসজিদে ও ঈদের জামা'আতে যোগদান করতেন। তেমনি বাজারে, ক্ষেতে-খামারে ও জিহাদেও গমন করতেন *(বুখারী ও মুসলিম)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর এই শাসনকে পূর্ণতা দান করবেন এবং অবস্থা এমন শান্তিময় হবে যে, হীরা (ইরাক) থেকে একজন গৃহবধূ একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মক্কায় আসবে এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ শেষে পুনরায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিরাপদে ফিরে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৫৭, 'নবুঅতের আলামত' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এ যুগেও যেখানে নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু পরিবেশ থাকবে, সেখানে মেয়েরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করবে।

অতঃপর দ্বীনী কাজে বিশেষ করে দ্বীন শিক্ষা করা বা দ্বীন শিক্ষা দেওয়া দু'টি কাজই পুরুষের ন্যায় মেয়েরা ঘরে বসে কিংবা প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের (পুরুষ ও নারী উভয়ের) জন্য ফরয' *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৮)*। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১০৯)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা একটি আয়াত জানলেও তা আমার পক্ষ হ'তে অন্যকে পৌঁছে দাও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

দ্বিতীয়ত: সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্ব আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারী উভয়ের উপরে ন্যস্ত করেছেন *(তওবা ৯/৭১)*। পক্ষান্তরে যেসব পুরুষ ও নারী অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় ও সৎ কাজে নিষেধ করে, আল্লাহ তাদের 'মুনাফিক' বলেছেন *(তওবা ৯/৬৭)*। মুসলিম উম্মাহ্‌র উপরে এটি 'ফরযে কিফায়াহ' *(আলে ইমরান ১০৪; তওবা ১২২)*। অর্থাৎ একদল এ দায়িত্ব পালন করলে অন্যদের উপরে তা ফরয থাকে না। কিন্তু কেউ পালন না করলে সকলে গোনাহগার হয়। কুরতুবী (রহঃ) বলেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার প্রধান বিষয় হ'ল 'দাওয়াত'। আর দাওয়াত দানকারীর জন্য প্রধান বিষয় হ'ল 'সক্ষমতা'

(কুরতুবী; আলে ইমরান ২১ আয়াতের ব্যাখ্যা)। অর্থাৎ তাকে দ্বীনী তা'লীমে যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে এবং এজন্য তাকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার দ্বারা একজনও যদি হেদায়াত পায়, তবে সেটা তোমার জন্য লাল উট কুরবানীর চেয়েও উত্তম হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৮৯ 'আলীর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি মঙ্গলের পথ দেখায়, সে ব্যক্তি পথপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমান নেকী পায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯)*। এ নেকী মুমিন নারী ও পুরুষ সকলের জন্য সমান। আল্লাহ বলেন, 'তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে (মানুষকে) আহ্বান করে ও সৎকর্ম করে এবং বলে যে, আমি (আল্লাহ্‌র) আজ্ঞাবহদের একজন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত মর্মের আয়াত সমূহ পুরুষ ও নারী উভয়কে শামিল করে' *(মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৭/৩২৫ পৃঃ)*। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ইয়েমেনে ও অন্যান্য বহু গোত্রে দাঈদের প্রেরণ করতেন এবং এতে কোন বাধা ছিল না যে, তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে করে নিয়ে যেতেন' *(ঐ, ৯/২৯৫ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, নারীর মূল দায়িত্ব হ'ল তার ঘরে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল। এজন্য সে আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

অতএব মূল পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পর সময়-সুযোগ পেলে পর্দা-পুশিদা সহকারে দ্বীনের দাওয়াত দান ও দ্বীন শিক্ষার কাজে অবশ্যই মহিলাগণ বাইরে যেতে পারবেন। আর দ্বীন শিক্ষা বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনকে বুঝায়। *[সূত্র : মাসিক আত-তাহরীক, বর্ষ ১২, সংখ্যা ৩, ডিসেম্বর ২০০৮, প্রশ্নোত্তর নং ১/৮১, পৃঃ ৪৭-৪৮]*